amber IT
News Letter
February 2026 ● Vol 01 ● Issue 02

ডাটা থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

'ডাটা' শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন ডেটাম থেকে, যার অর্থ 'প্রদত্ত জিনিস'।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ২

সুখবর দিলো পেপ্যাল

বাংলাদেশে আসার বিষয়ে আগ্রহ পেপ্যালের, তবে আসতে সময় লাগবে

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ৩

লিংকডইনে সঠিক সুযোগ খুঁজতে

লিংকডইন এখন শুধু চাকরির বিজ্ঞাপন দেখার প্ল্যাটফর্ম নয়; এটি আপনার পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল সিভি।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ৪

নকিয়ার সঙ্গে বিপিসিএস কনসোর্টিয়ামের এসএলটিই চুক্তি স্বাক্ষর

দেশের বেসরকারি খাতের প্রথম সাবমেরিন ক্যাবল প্রকল্পের অগ্রগতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশ প্রাইভেট ক্যাবল সিস্টেম (বিপিসিএস) কনসোর্টিয়াম এবং নকিয়ার মধ্যে সাবমেরিন লাইন টার্মিনাল ইকুইপমেন্ট (এসএলটিই) সরবরাহের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ১৪ ডিসেম্বর (২০২৫) রাজধানীর লা মেরিডিয়ান হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তিতে বিপিসিএস কনসোর্টিয়ামের পক্ষে স্বাক্ষর করেন মেটাকোর সাবকম লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী আমিনুল হাকিম, সামিট কমিউনিকেশন্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী আরিফ আল ইসলাম ও সিডিনেট কমিউনিকেশন্স লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী মো. মশিউর রহমান। নকিয়ার পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন নকিয়া ইন্ডিয়ার হেড অব সেলস ইউনিট প্রশান্ত মালকানি ও নকিয়ার সিনিয়র সেলস অ্যাকাউন্ট ডিরেক্টর সুমন প্রাসাদ। এ সময় নকিয়ার পক্ষ থেকে আরও উপস্থিত ছিলেন নকিয়ার হেড অব এমার্জিং বিজনেস জিবিতেশ নায়াল, মার্কেটিং ম্যানেজার রাহুল দেরওয়ানি, অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার মোহাম্মদ আর. ইসলাম ও নকিয়া বাংলাদেশের হেড অব সেলস ক্রিস্টোফার স্যামুয়েল। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত সিঙ্গাপুর দূতাবাসের হাই কমিশনার মিশেল লি, ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার, ভারতে ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত আনত্তি হেরলেভি, জাপান দূতাবাসের ডাইসুকি সুকাও এবং ম্যামি কোবাইশি।

র‍্যাম সংকটে দাম বেড়েছে কম্পিউটার ও মোবাইলের

দেশের কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বাজারে র‍্যামের দামে বড় ধরনের অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ১২৮ জিবি র‍্যামের দাম এখন আকাশ ছোঁয়া। গত কিছুদিন বাজারে খোঁজ খবর করে বিষয়টির সত্যতা পাওয়া যায়।

রাজধানীর আগারগাঁও, মাল্টিপ্ল্যান সেন্টার ও আইডিবি ভবনসহ বিভিন্ন কম্পিউটার মার্কেটের বিক্রেতারা জানান, গত কয়েক মাসে, বিশেষ করে নভেম্বর মাস থেকে র‍্যামের দাম উচ্চহারে বেড়েছে। বর্তমানে ডিডিআর৫ ও সার্ভার গ্রেড ১২৮ জিবি র‍্যাম বিক্রি হচ্ছে অত্যন্ত উচ্চ দামে, যা আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, বৈশ্বিক চিপ সংকট, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডেটা সেন্টারভিত্তিক ব্যবহারের চাহিদা বৃদ্ধি এবং ডলার সংকটের প্রভাব মিলিয়ে এই মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। পাশাপাশি আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি ও কর কাঠামোর চাপও দাম বাড়িয়েছে।

হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ীদের সংগঠনের এক নেতা জানান, উচ্চ দামের কারণে র‍্যামের বিক্রি কমেছে। অনেক ক্রেতাই প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কেনাকাটা স্থগিত রাখছেন। এতে বাজারে লেনদেনের গতি কমে গেছে।

বাজার ঘুরে জানা গেলো, ৩ হাজার টাকা দামের ৮ জিবি র‍্যাম বিক্রি হচ্ছে ৮-৯ হাজার টাকায়। ৮ হাজার টাকা দামের ১৬ জিবি র‍্যামের বিক্রি হচ্ছে ২৪-২৫ হাজার টাকায়। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা বলছেন, যেসব ল্যাপটপ এলসি করা হয়েছে সেগুলো বাজারে ঢুকতে ঢুকতে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ হয়ে যাবে। ফলে আসল প্রভাবটা ওই সময়ই বোঝা যাবে। এখন বাজারে যেসব ল্যাপটপ বিক্রি হচ্ছে তার বেশির ভাগই পুরনো দামে। সবাই স্টক থেকে বিক্রি করছেন বলে জানা গেছে।

দেশের একটি ল্যাপটপ ব্র্যান্ডের পণ্য ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন, গত নভেম্বর মাসে তারা ল্যাপটপ আমদানির জন্য এলসি (ঋণপত্র) খোলেন। সে সময় প্রতি ল্যাপটপের ইউনিট মূল্য ধরা হয় ৪০০ ডলার। ডিসেম্বরে ল্যাপটপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান জানায় র‍্যামের দাম বেড়ে যাওয়ায় তারা ৪০০ ডলারে ল্যাপটপ দিতে পারবে না। নতুন দাম নির্ধারিত হয় ৪৮৩ ডলার। সম্প্রতি ল্যাপটপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি আবারও এ দেশীয় আমদানিকারকদের জানায় ৪৮৩ ডলারেও তারা ল্যাপটপ দিতে পারবে না। ল্যাপটপের নতুন দাম হবে ৫১২ ডলার। শুধু র‍্যামের কারণেই একটি ল্যাপটপের আমদানি মূল্য বাড়বে ১১২ ডলার।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির কোষাধ্যক্ষ আবুল হাসান বলেছেন, শিগগিরই প্রতিটা ল্যাপটপের দাম বর্তমান দামের চেয়ে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ বেড়ে যাবে। এর কারণ হলো র‍্যামের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। র‍্যাম ছাড়াও এসএসডি, জিপিইউ, সিপিইউ-এর দামও বেড়ে গেছে। এসএসডির দাম এরই মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ফলে ল্যাপটপের দামে বড় ধরনের একটা ধাক্কা আসতে যাচ্ছে।

এদিকে র‍্যাম সংকটের কারণে মোবাইল ফোনের দাম বেড়ে গেছে। এরই মধ্যে মোবাইল ফোনের দাম ১০-১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফেব্রুয়ারি নাগাদ তা ২০ থেকে ২৫ শতাংশে পৌঁছাতে পারে বলে খাত সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

ডাটা থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

মানুষ আদিকাল থেকেই তথ্যের মধ্যেই বাস করছে। চারপাশের পরিবেশ, অভিজ্ঞতা, সংখ্যা ও চিহ্ন- সবই তথ্যের বিভিন্ন রূপ। 'ডাটা' শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন ডেটাম থেকে, যার অর্থ 'প্রদত্ত জিনিস'। শব্দটি আধুনিক হলেও তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের চর্চা মানবসভ্যতার ইতিহাসের মতোই প্রাচীন। প্রায় ১৮ থেকে ২০ হাজার বছর আগে প্যালিওলিথিক যুগে মানুষ গণনার প্রয়োজনে ইশাঙ্গো বা বাবুনের হাড়ে দাগ কেটে হিসাব রাখত। কাগজ বা কলম ছাড়াই এসব দাগ ছিল তথ্য সংরক্ষণের প্রথম নিদর্শন। পরে গুহাচিত্রের মাধ্যমে শিকার, সামাজিক আচরণ ও বিশ্বাসের তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। বলা যায়, ভাষা ও তথ্যের যাত্রা শুরু হয়েছিল দৃশ্যমান চিত্র থেকেই।

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তথ্যও কাঠামোবদ্ধ হতে থাকে। সুমেরীয়দের কিউনিফর্ম লিপি ইতিহাসের প্রথম লিখিত ভাষা। ব্যাবিলনীয়রা নিয়মিত জনসংখ্যা গণনা করত, গবাদিপশু ও খাদ্যের হিসাব রাখত এবং গাণিতিক সারণির মাধ্যমে তথ্যকে বিশ্লেষণযোগ্য করে তোলে। একই সময়ে চীনে গণনা বোর্ড ও কাঠির সাহায্যে জটিল অঙ্ক কষা হতো।

উনিশ শতকে জর্জ বুল মানুষের যুক্তিকে গাণিতিক সূত্রে প্রকাশ করেন। বুলীয় যুক্তির ওপর দাঁড়িয়েই আজকের কম্পিউটার। পরে ওয়ারেন ম্যাককালোচ ও ওয়াল্টার পিটস দেখান, কীভাবে নিউরনের মতো কাঠামো দিয়ে যন্ত্র সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এখান থেকেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তৈরি হয়। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে অ্যালান টুরিং প্রশ্ন তোলেন- যন্ত্র কি চিন্তা করতে পারে? এই প্রশ্ন শুধু বিজ্ঞান নয়, দর্শনের ক্ষেত্রেও আলোড়ন তোলে। জন ম্যাকার্থি 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' শব্দটির প্রবর্তন করেন। যদিও দীর্ঘদিন তথ্য ও কম্পিউটিং শক্তির সীমাবদ্ধতায় এআই গবেষণা থমকে ছিল।

নব্বইয়ের দশক থেকে দৃশ্যপট বদলাতে শুরু করে। ইন্টারনেট, স্মার্টফোন ও সোশ্যাল মিডিয়ার বিস্তারে বিপুল পরিমাণ ডাটা তৈরি হয়- যাকে আমরা আজ 'বিগ ডাটা' বলি। এই ডাটার ওপর দাঁড়িয়েই আধুনিক এআই-এর উত্থান।

বর্তমানে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। অ্যাটেনশান ইজ অল ইউ নিড- গবেষণায় প্রস্তাবিত ট্রান্সফরমার প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করেই আজকের এআই চ্যাটবট ও এআই এজেন্ট। এগুলো আমাদের কাজের গতি বাড়ালেও একই সঙ্গে অনেক এন্ট্রি-লেভেলের চাকরি হারিয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন তাই এআই আমাদের প্রতিস্থাপন করবে কি না, তা নয়; বরং আমরা এআইয়ের সঙ্গে কীভাবে সহাবস্থান করবো, সেটাই আসল।

এক ক্লিক বা এক কলেই আম্বার আইটি ইন্টারনেট

বাসা-বাড়িতে ইন্টারনেট সংযোগ নিতে অফিসে অফিসে ঘোরাঘুরি, ফরম পূরণ ও দীর্ঘ অপেক্ষার ভোগান্তি কমাতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে আম্বার আইটি লিমিটেড। গ্রাহকদের জন্য সহজ, দ্রুত ও আধুনিক সমাধান হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি চালু করেছে 'এক ক্লিক বা এক কল' সুবিধা, যার মাধ্যমে মাত্র এক মিনিটেই নতুন ইন্টারনেট সংযোগ নেওয়া সম্ভব হবে।

এই সেবার আওতায় গ্রাহকরা যেকোনও সময় অনলাইনে নিবন্ধনের মাধ্যমে ঘরে বসেই ইন্টারনেট সংযোগের আবেদন করতে পারবেন। অল্প সময়ের মধ্যেই নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায় অফিসে উপস্থিত হওয়া কিংবা কাগজপত্র সংক্রান্ত ঝামেলার প্রয়োজন পড়বে না।

অনলাইনে নিবন্ধন করতে অসুবিধা হলে গ্রাহকদের জন্য রয়েছে ফোনের মাধ্যমে আবেদন করার সুযোগ। নির্ধারিত নম্বরে একটি কল দিলেই আম্বার আইটির ডিজিটাল বিপণন প্রতিনিধি গ্রাহকের পক্ষ থেকে পুরো সংযোগ প্রক্রিয়া দ্রুত, সহজ ও নিশ্চিন্তভাবে সম্পন্ন করবেন।

আম্বার আইটি কর্তৃপক্ষ জানায়, এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রাহকদের সময় বাঁচানো এবং ভোগান্তিমুক্ত সেবা নিশ্চিত করা। পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ, স্থিতিশীল নেটওয়ার্ক এবং সার্বক্ষণিক গ্রাহক সহায়তাকে সেবার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন:
https://www.amberit.com.bd/home-internet-online
হেল্পলাইন: ০৯৬১১৯৩৩৯৩৩।
হোয়াটসঅ্যাপ: ০১৯৫৮০৩৬১৭২

ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০২৬

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি, সক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে দেশ-বিদেশের সামনে তুলে ধরে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হলো দেশের সর্ববৃহৎ তথ্যপ্রযুক্তি প্রদর্শনী ‘ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো ২০২৬’। চার দিনব্যাপী এই প্রদর্শনী রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ জানুয়ারি শুরু হয়ে এই প্রদর্শনী শেষ হয় ৩১ জানুয়ারি। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, এই এক্সপো কেবল একটি প্রদর্শনী নয়; এটি বাংলাদেশের সক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ এখন আর শুধু সস্তা শ্রম বা আউটসোর্সিংনির্ভর দেশ নয়, বরং বিশ্বমানের ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন ও উচ্চপ্রযুক্তি উদ্ভাবনের দেশ হিসেবে নিজেদের অবস্থান তৈরি করছে। তিনি আরও বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিগ ডেটা, ক্লাউড কম্পিউটিং, ব্লকচেইন, রোবোটিক্স ও গ্রিন টেকনোলজি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নতুন গতি সঞ্চার করবে।

প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তথ্যপ্রযুক্তিকে জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করছে। দেশীয় প্রযুক্তি উৎপাদন বাড়িয়ে মোবাইল ডিভাইস, সফটওয়্যার, আইওটি ও এমবেডেড সিস্টেমে আত্মনির্ভরতা অর্জনের পাশাপাশি তরুণদের জন্য উচ্চমূল্যের কর্মসংস্থান তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী বলেন, ধারাবাহিক নীতিগত সহায়তা, অবকাঠামো উন্নয়ন ও দক্ষ মানবসম্পদ গঠনের ফলে বাংলাদেশের আইসিটি খাত আজ বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষম হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মামুনুর রশীদ ভূঞা বলেন, এই এক্সপো প্রমাণ করে বাংলাদেশ আজ প্রযুক্তির ব্যবহারকারী নয়, বরং প্রযুক্তির নির্মাতা ও উদ্ভাবনের কারিগর।

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম জানান, শিক্ষার্থী ও দেশীয় প্রযুক্তিপণ্য নির্মাতাদের উদ্ভাবনী সক্ষমতা প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণ ছিল।

প্রদর্শনীতে ইনোভেশন, ডিজিটাল ডিভাইস, মোবাইল, ই-স্পোর্টস ও বিটুবি জোন ছিল। পাশাপাশি ৫টি সেমিনার ও ৪টি প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন দেশের শীর্ষ প্রযুক্তিবিদ, উদ্যোক্তা ও নীতিনির্ধারকেরা। স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের মাধ্যমে পুরো মেলা প্রাঙ্গণ ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের আওতায় ছিল, যা দর্শনার্থীদের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির বাস্তব অভিজ্ঞতা এনে দেয়।

সুখবর দিলো পেপ্যাল

বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরুর বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে বহুজাতিক আর্থিক প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান (পেমেন্ট প্রসেসর) পেপ্যাল। তবে নতুন কোনও বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘ ও ধাপে ধাপে অনুসরণযোগ্য প্রক্রিয়া থাকায় এতে সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে গণমাধ্যমকে ব্রিফিংকালে তিনি এসব কথা বলেন। দাভোসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডাব্লিউইএফ) বার্ষিক সম্মেলনে তার বিভিন্ন বৈঠক ও কার্যক্রম নিয়ে এই ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়। এ সময় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

লুৎফে সিদ্দিকী জানান, গত সপ্তাহে সুইজারল্যান্ডের দাভোসে ডাব্লিউইএফ সম্মেলনের ফাঁকে পেপ্যালের সঙ্গে তার উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। নীতিগতভাবে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে প্রবেশে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, এই আগ্রহকে তাৎক্ষণিক কার্যক্রম শুরুর ইঙ্গিত হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। কারণ, নতুন বাজারে প্রবেশের আগে পেপ্যালকে একটি দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, বাংলাদেশ ও পেপ্যালের মধ্যে আলোচনা বহু বছর ধরেই চলছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে আগে প্রতিষ্ঠানটি সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহী ছিল না। তার ধারাবাহিক অনুরোধের পর গত ডিসেম্বর পেপ্যালের একটি সিনিয়র পর্যায়ের প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করে। লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, “এই প্রথম আমি পেপ্যালের সঙ্গে সরাসরি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছি। তারা আগ্রহী। এখন তারা কাজ শুরু করবে।”

চাকরি নয়, লিংকডইনে সঠিক সুযোগ খুঁজতে যা করবেন

লিংকডইন এখন আর শুধু চাকরির বিজ্ঞাপন দেখার প্ল্যাটফর্ম নয়; এটি আপনার পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল সিভি। কোনও নিয়োগকর্তা প্রার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে সাধারণত তার লিংকডইন প্রোফাইল ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তাই প্রোফাইলটি যতটা সম্ভব পরিপাটি ও প্রাসঙ্গিক রাখা জরুরি। একটি পরিষ্কার ও হাসিখুশি প্রোফাইল ছবি ব্যবহার করুন এবং আপনার কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ব্যানার যুক্ত করুন। হেডলাইনে শুধু বর্তমান পদবি না লিখে আপনার মূল দক্ষতাগুলো- যেমন ডিজিটাল মার্কেটিং, কনটেন্ট রাইটিং বা পাবলিক স্পিকিং- উল্লেখ করুন। 'অ্যাবাউট' বা সামারি অংশে আপনার অভিজ্ঞতা ও অর্জনের সংক্ষিপ্ত গল্প তুলে ধরুন এবং কাজ- সম্পর্কিত ছয়-সাতটি গুরুত্বপূর্ণ স্কিল যোগ করুন।

চাকরি খোঁজার ক্ষেত্রে লিংকডইনের অ্যাডভান্সড জব ফিল্টার ও অ্যালার্ট খুব কার্যকর। জব ট্যাবে গিয়ে লোকেশন, বেতন ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সার্চ ফিল্টার করতে পারেন। পছন্দের পদের জন্য জব অ্যালার্ট চালু রাখলে নতুন সার্কুলার এলেই নোটিফিকেশন পাবেন।

সরাসরি আবেদন করার পাশাপাশি নেটওয়ার্কিং চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়। আপনি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে আগ্রহী, সেখানকার মানবসম্পদ বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠানোর সময় ছোট ও ভদ্র একটি বার্তা দিলে ভবিষ্যতে যোগাযোগের সুযোগ তৈরি হয়।

লিংকডইনে নিয়মিত কনটেন্ট শেয়ার ও সক্রিয় থাকাও গুরুত্বপূর্ণ। নিজের কাজ বা ইন্ডাস্ট্রি- সম্পর্কিত তথ্য পোস্ট করুন এবং অন্যের লেখায় গঠনমূলক মন্তব্য করুন। এতে লিংকডইনের অ্যালগরিদম আপনার প্রোফাইলকে বেশি দৃশ্যমান করে তোলে।

শুধু চাকরির বিজ্ঞাপন নয়, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, ইন্টার্নশিপ ও পেশাগত সুযোগ সম্পর্কেও লিংকডইনে পোস্ট করা হয়। পাশাপাশি পুরোনো চাকরির বিজ্ঞাপন ও নিয়োগ- সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা খুঁজে দেখলে ভবিষ্যৎ প্রস্তুতিতে সহায়ক তথ্য পাওয়া যায়।

সঠিক চাকরির জন্য আবেদন করার সময় বিভিন্ন ধরনের কাজ অনুযায়ী আলাদা জীবনবৃত্তান্ত প্রস্তুত রাখুন এবং কোন কোন চাকরিতে আবেদন করেছেন, তা একটি স্প্রেডশিটে নোট করুন। বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠান 'ইজি অ্যাপ্লাই' অপশনের মাধ্যমে শুধু লিংকডইন প্রোফাইল ব্যবহার করেই আবেদন গ্রহণ করছে- যা বাংলাদেশের বহুজাতিক ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানেও ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে।

এপ্রিলে ঢাকায় প্রথমবারের মতো ব্রডব্যান্ড এক্সপো

দেশে প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হচ্ছে ব্রডব্যান্ড এক্সপো। আগামী ২ থেকে ৪ এপ্রিল রাজধানীর শের-ই-বাংলা নগরে অবস্থিত বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে টানা তিন দিনব্যাপী এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে।

প্রদর্শনীর আয়োজক দেশের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন আইএসপিএবি। এক্সপোতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সর্বশেষ প্রযুক্তি, সেবা ও উদ্ভাবনী সমাধান তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি দর্শনার্থীরা আধুনিক ও উন্নত ইন্টারনেট প্রযুক্তির ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন। প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে থাকবে সেমিনার, প্যানেল আলোচনা ও বিশেষ সেশন, যেখানে ব্রডব্যান্ড খাতের বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করবেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও নীতিনির্ধারকরা।